بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সহকর্মী বন্ধুগণ !

চারদিন ব্যাপী সম্মেলনের পর এখন সকলেই এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। এ সম্মেলন উপলক্ষে নির্ধারিত কার্যসূচী আল্লাহর ফযলে সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই সম্পর্কে আমরা বিশেষ অধিবেশনে মোটামুটিভাবে পর্যালোচনাও করেছি। এখান থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে আমি আমার সহকর্মী—রুকন এবং মুত্তাফিকগণকে (বর্তমানে সহযোগী সদস্য) আমাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা বলতে চাই ; যেন তারা ভবিষ্যতে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক

আম্বিয়ামে কিরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং জাতির আদর্শ ও সৎ ব্যক্তিগণ প্রত্যেকটি কাজ উপলক্ষে তাদের সহকর্মীগণকে যে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, সর্বপ্রথম আমি তার উল্লেখ করতে চাই। তাঁরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে, মনে-প্রাণে তাঁর প্রতি ভক্তিভাব পোষণ করতে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে তাকীদ করেছেন। তাঁদের অনুকরণ ও অনুসরণ করে আমিও আপনাদেরকে আজ এ উপদেশই দিচ্ছি। আর ভবিষ্যতেও আমি যখন সুযোগ পাবো, ইনশাআল্লাহ একথাই আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবো। কারণ এ বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য সকল বিষয়ের তুলনায় এটাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি ঈমান, ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর সাথে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপন, নৈতিক চরিত্রে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ এবং আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনের বেলায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভ করাকেই প্রাধান্য দেয়া দরকার। মোটকথা আমাদের সমগ্র জীবনের সংস্কার-সংশোধন এবং উন্নতির জন্য যাবতীয় চেষ্টা-তৎপরতার মূলে অন্যান্য উদ্দেশ্যের তুলনায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের আগ্রহেরই প্রাধান্য লাভ করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত আমরা যে কাজের জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছি, এটা শুধু আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে পারে। আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে

১৯৫১ সালের ১৩ নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা।

যতখানি গভীর ও দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করবো আমাদের আন্দোলন ততোই মযবুত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল হলে এ আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়বে। আল্লাহ যেন এটা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

বলা বাহুল্য মানুষ যে কাজেই অংশগ্রহণ করুক না কেন—সেই কাজ দুনিয়ার হোক কি আখেরাতের—তার প্রেরণা সেই কাজের মূল উদ্দেশ্য হতেই লাভ করে। যে কাজের জন্য সে উদ্যোগ-আয়োজন করেছে, সেই কাজে তার চেষ্টা-তৎপরতা তখনই পরিলক্ষিত হবে যখন মূল উদ্দেশ্যের সাথে তার মনে প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দেবে। আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রবৃত্তির পূজা করতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি যতবেশী স্বার্থপর হবে, ততোই সে আপন প্রবৃত্তির জন্য কাজ করতে থাকবে। সন্তান-সন্ততির মঙ্গল সাধনের জন্য যে ব্যক্তি কাজ করে, মূলত সে-ও সন্তান বাৎসল্যের আধিক্যে উন্মাদে পরিণত হয়। আর ঠিক তখনি সেই ব্যক্তি সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্য নিজের পার্থিব জীবনেই নয় নিজের আখেরাতকেও বরবাদ করতে ইতস্তত করে না। কারণ তার সন্তান-সন্ততি অধিকতর সুখ-শান্তি লাভ করুক এটাই হচ্ছে তার একমাত্র কামনা।

অনুরূপভাবে দেশ ও জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তি মূলত দেশ ও জাতির প্রেমে আবদ্ধ হয়। এর ফলেই সেই ব্যক্তি দেশ ও জাতির আযাদী, নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে, কয়েদখানার দুর্বিসহ যাতনা অনায়াসে বরণ করে এবং এজন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। এমনকি এ কাজে সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং আমরা যদি এ কাজ আপন প্রবৃত্তির জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, দেশ ও জাতির বিশেষ কোনো স্বার্থের জন্য না-ই করি বরং একমাত্র আল্লাহ তাআলারই কাজ মনে করে এ পথে অগ্রসর হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর এবং মযবুত না হলে যে আমাদের এ কাজ কখনো অগ্রসর হতে পারে না, একথা আপনারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। আর এ কাজের জন্য আমাদের চেষ্টা-তৎপরতা শুধু তখনই শুরু হতে পারে যখন আমাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাত্র আল্লাহর বাণীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই কেন্দ্রীভূত হবে। এ কাজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সাথে শুধু সম্পর্ক স্থাপন করাই যথেষ্ট নয় বরং তাদের যাবতীয় আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথেই সম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক। এটা একাধিক সম্পর্কের